দৈনিক ইত্তেফাক

21

তারিখ ... ... FEB. 12 2000
পৃষ্ঠা 27 কলাম 2

টাঙ্গাইলে অপাঠ্য বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার মাজেজা

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা ॥ টাঙ্গাইলে মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে এক শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশকের নিকট হইতে বিপুল অংকের পারিতোষিক নিয়া নিম্নমানের বই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

জানা যায়, নূতন পুরাতনের বাছ-বিচারের সিদ্ধান্তহীনতার দরুন জেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো বোর্ড বই ক্রয় করিতে পারে নাই। পাঠ্য পুস্তকের অভাবে অনেক স্কুলে এখনো পুরাদমে ক্লাস শুরু হয় নাই। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের এই গুরুতর সমস্যাকে পাত্তা না দিয়া বোর্ড অনুমোদিত প্রাইভেট প্রকাশনার পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে টুপাইচ কামানোর ধান্ধায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। খোঁজ নিয়া জানা যায়, শিক্ষকদের ঐ সমিতি প্রকাশকদের স্থানীয় এজেন্সীকে বই সরবরাহের বিপরীতে প্রতিযোগিতামূলক কমিশনের দাবীতে টেন্ডার আহ্বান করে। ঢাকাস্থ ৮/৯টি প্রকাশনা সংস্থা রীতিমত সীলগালা করিয়া দরপত্র দাখিল করে। সর্বোচ্চ দরদাতা (পারিতোষিক) হিসাবে বুক কোম্পানী, মিজান লাইব্রেরী ও গোল্ডেন কোম্পানীসহ ৫টি প্রকাশনা সংস্থা জেলার ১১টি থানায় পুস্তক সরবরাহের অনুমতি পায়। শিক্ষক সমিতিগুলি এই পদ্ধতিতে প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ টাকা সুবিধা পায়। প্রদত্ত সুবিধার বিনিময়ে শিক্ষক সমিতি এসব প্রকাশনা সংস্থার নিম্নমানের বেশী দামের এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়াছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২০টির মধ্যে ১৩টি, ৭ম শ্রেণীতে ১৯টির মধ্যে ১২টি এবং ৮ম শ্রেণীতে ২০টির মধ্যে ১৩টি প্রকাশনা সংস্থার বই। একইভাবে নবম শ্রেণীতে এসব প্রকাশনা সংস্থার নোটবই ও গাইডবই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করিয়াছে বোর্ডের গণিত বইয়ে জ্যামিতির অংশ থাকা সত্ত্বেও পৃথক জ্যামিতি বই, ইসলামী শিক্ষা বই থাকা সত্ত্বেও আরবী ও আরবী ব্যাকরণ এবং সমাজ বিজ্ঞান বইয়ে মানচিত্র থাকা সত্ত্বেও মানচিত্রের জন্য আলাদা বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ব্যাকরণসহ সব বইয়ের দাম অবিশ্বাস্য রকম বেশী। হালকা মলাট ও নিম্নমানের কাগজে অযত্নের ছাপ সর্বত্রই লাগিয়া রহিয়াছে। শিক্ষকদের দেওয়া পারিতোষিক তুলিয়া নেওয়ার জন্য প্রকাশনা সংস্থার বেশী দামের বই পুস্তক ব্যবসায়ীরা বেশীদামে শিক্ষার্থীদের গছাইয়া দিতেছে। দরিদ্র অভিভাবকরা বই ক্রয়ে বাড়তি টাকা সররবাহে হিমসিম খাইতেছে। অনেকেই অর্থাভাবে সময়মত বই কিনিতে পারিতেছে না। পাঠ্য বইয়ের লটবহর সামলাইতেও শিক্ষার্থীরা হিমসিম খাইতেছে।

শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতোষিক নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলা হয়, অনুদান হিসাবে কোন কিছু গ্রহণ করিলে উহাতে দোষের কিছু নাই। তাছাড়া নিম্নমানের নয়-উন্নতমানের বই বাছাইপূর্বক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

বিনামূল্যের পাঠ্যবই না পাওয়ায়

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা ॥ চলতি শিক্ষা বছরের এক মাস পার হইলেও কাউখালী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণের জন্য এখনও সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ে আসিয়া পৌছায় নাই। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সূত্রে জানা যায়, সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমস্ত পাঠ্যবই নূতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

অন্যদিকে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ৬টি পাঠ্য বইয়ের মধ্যে ৩টি নূতন ও ৩টি পুরাতন মিলাইয়া একসেট বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী এই উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ বইয়ের হিসাব জেলা শিক্ষা অফিসে দেওয়া হইয়াছে সেই পরিমান বই এখন পর্যন্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসিয়া পৌছায় নাই। নূতন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা বই না পাওয়ায় এই উপজেলার বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া শুরু করা সম্ভব হইতেছে না।